দীপক বড়ুয়া গং---------বাদী
বনাম
প্রশান্ত বড়ুয়া গং ---------বিবাদী

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহসপতিবার the ০৭ day of এপ্রিল **, ২০২২**

Other Suit No. ৮৪ / ২০১৪

দীপক বড়ুয়া গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

প্রশান্ত বড়ুয়া গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ২৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ, ০৮/০৭/২০১৯ খ্রিঃ, ১৬/০৭/২০১৯ খ্রিঃ, ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ; ও ১০/০৯/২০২০ খ্রিঃ; ০৪/১০/২০২০ খ্রিঃ; ১২/১০/২০২০ খ্রিঃ ;২৯/০৩/২০২১ খ্রিঃ ; ০৫/০৯/২০২১ খ্রিঃ; ২২/০৯/২০২১ খ্রিঃ ;০৭/১২/২০২১ খ্রিঃ ও ২৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব কবিশেখর নাথ (পিন্টু) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কাজী জসীম উদ্দিন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস ১০৬৯ নং খতিয়ান্তভুক্ত ১২১৪২ নং দাগের ০৮ শতক ভুমির মূল মালিক ছিলেন সর্বানন্দ বড়ুয়া। তার মৃত্যুতে দুই পুত্র অরবিন্দু বড়ুয়া ও পরিবিন্দু বড়ুয়া ওয়ারীশ হয়। অরবিন্দু বড়ুয়া পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত নালিশী দাগে তাহার অংশের ভুমি সহ অনালিশী দাগে ২৫ শতক ভুমি ২০/০৩/১৯৭৩ তারিখে কবলামুলে শশধর বড়ুয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে বি.এস ২০৪৮ খতিয়ান তার প্রচারিত হয়। সর্বানন্দ বড়ুয়ার অপর পুত্র পরিবিন্দু বড়ুয়া তার প্রাপ্ত স্বত্বাংশের ভুমিসহ

অনালিশী দাগে ১৫$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি ১৪/১২/১৯৮২ খ্রিঃ তারিখে শশধর বড়ুয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে খরিদসূত্রে নালিশী দাগের ভূমিসহ বেনালিশী ভূমি ভোগদখলে থাকাবস্থায় শশধর বড়ুয়া মৃত্যুবরণ করলে বাদীগণ ও ৮ নং মোকাবেলা বিবাদী উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীগণ তাদের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন পূর্বক নালিশী ভূমি গৃহাদি নির্মান ও বৃক্ষাদি ফলিয়ে ভোগদখল করে আসিতেছেন। এমনিভাবে ভোগদখলে থাকা অবস্থায় ১-৫ নং বিবাদীগণ প্রকাশ করে যে নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে তাদের নিকট খরিদা কবলা আছে। বাদীগণ পরবর্তীতে জানতে পারেন যে. ১-৫ নং বিবাদীগণ বাদীগনের নামীয় নামজারি খতিয়ান বাতিলের আবেদন করেন এবং উক্ত আবেদনে বিবাদীগণ পরিবন্ধু বড়ুয়া ও শোভারানী বড়ুয়া দাতা এবং ১-৫ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী ক্ষীরন্দ্র লাল বড়ুয়া গ্রহীতা নামীয় ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নং কবলা দাখিল করেন। অতঃপর বাদীপক্ষ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অনুসন্ধান করে বিরোধিত দলিলের জাবেদা নকল সংগ্রহ করে তা নিশ্চিত হন। ১-৫ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী ক্ষীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া ছল-চাতুরীর আশ্রয়ে নিঃস্বত্ববান ব্যাক্তি কে দাতা দেখিয়ে জাল জালিয়াতি করে উক্ত কবলা সৃজন করেছেন। ক্ষীরেন্দ্র লাল তার জীবদ্দশায় কখনো তর্কিত দলিলমূলে নালিশী সম্পত্তি দাবি করেননি এবং দলিলটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। বিবাদীগণ তর্কিত ৬৬৬০ নং দলিলমূলে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব অস্বীকার করায় এবং গত ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত দলিলবলে বাদীগণের নামীয় নামজারি খতিয়ান বাতিল করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করায় বাদীপক্ষ উক্ত কবলা জাল, বে-আইনী ও বাধ্যকর নয় মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

<u>অন্যদিকে,বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ১-৫ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে</u>

নালিশী আর এস ১০৬৯ ও ২৪৮৫ খতিয়ানের সম্পত্তি সহ আরো বহু সম্পত্তির রেকডীয় মূল মালিক ছিলেন সর্বানন্দ বড়ুয়া। তার মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি দুই পুত্র অরবিন্দু বড়ুয়া ও পরিবিন্দু বড়ুয়া বা পরবিন্দু বড়ুয়া বা পরিবন্ধু বড়ুয়া প্রাপ্ত হন। অরবিন্দু মরনে তৎস্বত্ব একমাত্র পুত্র স্বপন বড়ুয়া প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে পরিবিন্দ বড়ুয়া ও স্বপণ বড়ুয়া পক্ষে তৎমাতা শোভারানী বড়ুয়া ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখে ৬৬৬০ নং কবলা মূলে নালিশী দাগের আন্দরে ৪ গন্ডা ভূমি বিবাদীদের পূর্ববর্তী ক্ষীরেন্দ্র বড়ুয়ার নিকট বিক্রয় পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। কবলায় আর এস খতিয়ান ১০৬৯ এর স্থলে ভুলক্রমে ১৫১২ লেখা হয়।

বাদীগণের পূর্ববর্তী শশধর বড়ুয়া বিগত ২৬/১১/১৯৯১ ইং তারিখে ৬৭৪৩ নং কবলা মূলে নালিশী দাগের আন্দরে ০২ শতক ভূমি বিবাদীদের পূর্ববর্তী ক্ষিরেন্দ্র লাল এর নিকট এবং বিগত ২৬/১২/১৯৯১ ইং তারিখে ৬৭৪২ নং কবলামূলে ৪ শতক ভূমি বিবাদীদের বায়া স্বপন বড়ুয়ার নিকট বিক্রয় হস্তান্তর ও দখল অর্পন করেন। বাদীগণের পূর্ববর্তী সম্পূর্ন নিঃস্বত্বাবান হওয়ায় ২১/০৮/২০১৪ ইং তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাদের নামীয় নামজারি খতিয়ান বাতিল করেন এবং তাদের কোন দখল নেই মর্মে

আদেশ প্রদান করেন। অত্র বিবাদীদের দাখিলীয় ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নং কবলা রেজিষ্ট্রিকৃত বৈধ কবলা। উক্ত দলিলমূলে বিবাদীগণ পূর্ববর্তীক্রমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নালিশী সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন। বাদীপক্ষের মামলা মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বিধায় অত্র মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ হবে।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ গত ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নম্বর দলিল ভুয়া, জাল ও যোগসাজশপূর্ণ কি না ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ বিধান বড়ুয়া (P.W.1) ও মোঃ ইছহাক (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ প্রশান্ত বড়ুয়া (D.W.1) ও শিপু বড়ুয়া (D.W.2) ।

৩ নম্বর বাদী বিধান বড়ুয়া (P.W.1) এবং ২ নম্বর বিবাদী প্রশান্ত বড়ুয়া (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। শাহামীরপুর মৌজার আর এস ২৪৮৫ ও ১০৬৯ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। শাহামীরপুর মৌজার বি এস ২০৪৭ ও ২০৪৮ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। নামজারি ৫৮৯২ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৩

৪। ডি সি আর এর মূল কপি	প্রদর্শনী ৪
৫। ২০/০৩/১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখ এর ১৫৫৩ নং দলিল এর মূল কপি	প্রদর্শনী ৫
৬। ১৪/১২/১৯৮২ ইং তারিখের ২০৭৫৪ নং দলিলের মূল কপি	প্রদর্শনী ৬
৭। ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নং দলিলের জাবেদা	প্রদর্শনী-৭
৮। নামজারি মামলার আপত্তির জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৮
৯। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী- ৯ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। শাহামীরপুর মৌজার আর এস ১০৬৯ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী -ক
২। শাহামীরপুর মৌজার বি এস ২০৪৮ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী -খ
৩। ২৬/১১/১৯৯১ ইং তারিখ এর রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৭৪৩ নং কবলার আসল কপি	প্রদর্শনী- গ
৪। ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৬৬০ নং কবলার আসল কপি	প্রদর্শনী ঘ
৫। নামজারি ৬১৭৭ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী - ঙ
৬। নামজারি ৫৮৯২ নং খতিয়ান বাতিল বিষয়ক নামজারি মামলা নং-২৮১৪/২০১৩ এর ২১/০৮/২০১৪ ইং তারিখের আদেশ।	প্রদর্শনী - ঙ(১)
৭। ডি.সি আর ও খাজনা দাখিলা	প্রদর্শনী - চ, চ/১

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ</u>

<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক অরবিন্দু বড়ুয়া নালিশী দাগের ভুমি সহ অনালিশী দাগে ২৫ শতক ভুমি ২০/০৩/১৯৭৩ তারিখে শশধর বড়য়া বরাবর হস্তান্তর করেন। বি.এস ২০৪৮ নং খতিয়ান তার নামে প্রচারিত হয়। আর এস রেকর্ডীয় অপর মালিক পরিবিন্দু বড়ুয়া অনালিশী দাগে ১৫$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি ১৪/১২/১৯৮২ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় শশধর বড়ুয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। শশধর বড়ুয়ার লোকান্তরে তাহার ত্যজ্যবিত্ত সম্পত্তিতে তাহার ওয়ারীশ বাদীগণ ও ৮ নং মোকাবেলা বিবাদী মালিক হন। বাদীগণ তাদের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন পূর্বক নালিশী ভুমি গৃহাদি নির্মান ও বৃক্ষাদি ফলিয়ে পিতার আমল হতে ভোগদখল করে আসিতেছেন। স্বত্ব দখলহীন বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্ব দখল অস্বীকার পূর্বক নালিশী সম্পত্তিতে ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখে ৬৬৬০ নং জাল কবলামূলে স্বত্ব- স্বার্থ দাবি করেছে। এখন উক্ত জাল দলিলের উপর ভর করে বাদীগনের নামীয় নামজারি খতিয়ান বাতিলের হুমকি প্রদর্শন করিতেছে। বিবাদীদের এরুপ আচরণে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বিগত ১৮/০৮/২০১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২০/০৮/২০১৪ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? "

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ গত ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নম্বর দলিল ভুয়া, জাল ও যোগসাজপূর্ণ কি না ?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে নেওয়া হলো। সাক্ষ্য আইনের ১০১ ধারার বিধান মতে বাদীপক্ষকেই তার মামলা প্রমান করতে হবে । Moinab Bibi and Others vs Abdur Rashid Mridha &Others 3 BLC মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে " The burden lies on the plaintiff to prove his case and he must succeed on his own strength only and not at the weakness of the adversary" এখন দেখা যাক বাদীপক্ষ বিচার্য বিষয়দ্বয় কতুটুক প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রদর্শনী-১ ও প্রদর্শনী -১(ক) দৃষ্টে, নালিশী আর এস ১০৬৯ ও ২৪৮৫ খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন সর্বানন্দ বড়ুয়া। ইহা স্বীকৃত যে, সর্বানন্দ বড়ুয়ার মৃত্যুতে দুই পুত্র অরবিন্দু বড়ুয়া ও পরবিন্দু বড়ুয়া তার ত্যজ্যবিত্ত সম্পত্তির মালিক হয়। প্রদর্শনী-০২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ১০৬৯ খতিয়ানের ১২১৪২ দাগের ১২ শতক ভুমি বি এস ২০৪৮ খতিয়ানে ১৬৪৩৯ নং দাগ উল্লেখে শশধর বড়ুয়া ও পরিবিন্দু বড়ুয়ার নামে রেকর্ড হয়। প্রতীয়মান হয় যে অংশানুপাতে প্রত্যেকে ০৬ শতাংশ করে মালিক ছিলেন। বাদীপক্ষ দাবি করেন যে, অরবিন্দু বড়ুয়া ১৯৭৩ সনে নালিশী ১০৬৯ নং খতিয়ানের ১২১৪২ নং দাগে ৬ শতক ভুমি সহ বেনালিশী ২৪৮৫ নং খতিয়ানভুক্ত ১২১৩২ দাগের সমুদয় ১৯ শতক অর্থাত মোট ২৫ শতক ভুমি বাদীগনের পিতা শশধর বড়ুয়ার নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী-৬ দৃষ্টে ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, আর এস রেকর্ডীয় সর্বানন্দ বড়ুয়ার অপর পুত্র পরিবিন্দু বড়ুয়া ১৪/১২/১৯৮২ তারিখে ২০৭৫৪ নং কবলামুলে নালিশী আর এস ১০৬৯ খতিয়ানে ১২১৪২ ও ১২১৫৪ দাগে ও অনালিশী আর এস ২৪৮৫ খতিয়ানে ১২১৩২ দাগে সর্বমোট ১৫$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি শশধর বড়ুয়ার নিকট বিক্রয় ক'রেন। পরবর্তীতে বাদীগণ উক্ত ২০৭৫৪ নং কবলার ভুমি নিজেদের নামে ৫৮১২ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া গিয়েছে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,পটিয়া
চট্টগ্রাম।

অপর দিকে, বিবাদীপক্ষ পরিবিন্দু বড়ুয়া উক্ত হস্তান্তরের বিষয়টি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেন যে পরিবিন্দু বড়ুয়া উক্তরুপ ভুমি হস্তান্তরের অধিকারী ছিলেন না। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, নালিশী আর এস ১২১৪২ দাগে অরবিন্দু বড়ুয়া তার প্রাপ্য অংশ মোতাবেক ৬ শতক ভুমি ১৯৭৩ সনে শশধরের নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। **প্রদর্শনী-৬** মতে তাহা প্রমাণিত। আবার পরিবিন্দু বড়ুয়া ও অরবিন্দু বড়ুয়ার নাবালক পুত্র স্বপন কুমার বড়ুয়া পক্ষে অভিভাবক হিতৈষী মাতা শোভারানী গত ২৯.১২.১৯৭৬ ইং তারিখে ৬৬৬০ নং কবলা মুলে বিবাদীগনের পিতা ক্ষীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া ও পাখী বালা বড়ুয়া বরাবর নালিশী আর এস ১২১৪২ দাগে ৮ শতক ভুমি হস্তান্তর করেন। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, অরবিন্দু ও পরিবিন্দু নালিশী আর এস ১২১৪২ দাগে তাদের স্বত্বাংশীয় ভুমি ১৯৭৩ ও ১৯৭৬ সালে হস্তান্তরিত করেছিলেন। এখানে বাদীপক্ষের দাবি হলো, পরিবিন্দু বড়ুয়া ও নাবালক স্বপন কুমার বড়ুয়া পক্ষে শোভারানী বড়ুয়া ২৯.১২.১৯৭৬ ইং

তারিখে ৬৬৬০ কবলামুলে নালিশী দাগের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করেননি। বাদীপক্ষ উক্ত কবলা বিবাদীদের পিতা ক্ষিরেন্দ্র লাল বড়ুয়া জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজন করার অভিযোগ তুলেছেন। বাদীপক্ষ তাদের পিতা কর্তৃক ১৯৮২ সনে নালিশী দাগের ভুমি সহ ১৫$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি খরিদের বিষয়টি সঠিক মর্মে দাবি করেছেন এবং উক্ত কবলার ভুমি নিজেদের নামে নামজারি করার ও দাবি করেন। এরুপ অবস্থায় নালিশী দাগে বাদীপক্ষের স্বত্ব নির্ধারনের পূর্বে ২৯.১২.১৯৭৬ ইং তারিখে ৬৬৬০ নং কবলাটি জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে কিনা তা আলোচনা করে নেওয়া যাক।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, পরিবিন্দু বড়ুয়া ও শোভারনী বড়ুয়া ২৯.১২.১৯৭৬ তারিখে কোন কবলা সম্পাদন করেন নি। বিবাদীদের পূর্ববর্তী ক্ষীরেন্দ্রলাল নিঃস্বত্ববান ব্যাক্তিকে দাতা দেখিয়ে চাতুরতার আশ্রয়ে উক্ত কবলা সৃজন করে রেখেছেন। নালিশী কবলায় দাতাগণ কোন টিপ স্বাক্ষর করেননি। কবলার দাতা পরিবন্দু বড়ুয়া নামধারী কোন ব্যাক্তি সর্বানন্দ বড়ুয়ার ছেলে ছিল না। সর্বানন্দের প্রকৃত ছেলের নাম পরিবিন্দু বড়ুয়া হয়। বাদীপক্ষ আরো বলেন নালিশী ১২১৪২ দাগের ভুমি সাহামীরপুর মৌজার অন্য খতিয়ান ১৫১২ নং খতিয়ানভুক্ত জমি যা দলিলে স্পষ্ঠত উল্লেখ রয়েছে। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাদীপক্ষ তর্কিত কবলা জাল মর্মে ঘোষনার প্রার্থনা করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের আইনজীবী বাদীপক্ষের সকল যুক্তি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেন যে, তর্কিত কবলা একটি রেজিষ্টার্ড ৩০ বছর পুরনো দলিল। যা জাল মর্মে দাবি করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া উক্ত কবলা যে জাল তা বিবাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমান করতে পারেননি। বাদীপক্ষ তর্কিত কবলায় দাতাগনের সাক্ষর হস্তলিপি ও অঙ্গুলাঙ্ক বিশারদ দ্বারা পরীক্ষার কোনরুপ আবেদন করেননি। যেহেতু তর্কিত কবলা রেজিষ্টার্ড কবলা এবং অন্যকোনভাবে তর্কিত কবলা জাল মর্মে প্রমানিত হয়নি সুতরাং উহা শুদ্ধ ও সঠিক মর্মে গন্য করতে হবে। যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি দাবি করেন যে যেহেতু বিবাদী পক্ষ তর্কিত কবলা সঠিক মর্মে দাবি করছেন সেহেতু উহা যে সঠিক তা প্রমান করার দায়িত্ব বিবাদীপক্ষের উপর বর্তায়।

Paper sales Ltd AIR (33) 1946 Bombay 429 মামলায় সিদ্ধান্ত এসেছে যে, Party alleging must prove. The law presumes against illegality, and the burden of proving that an illegality has taken place rest on the party who asserts so. অর্থাত যিনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন তাকেই উহা যে অবৈধ তা প্রমান করতে হবে।

মহামান্য আপীল বিভাগ **Shishir Kanti Pal and Others Vs. Nur Muhammad and Others 55 DLR (AD) 39** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " it was held that a registered document carries presumption of correctness of the

endorsement made therein. One who disputes this presumption is required to dislodge the correctness of the endorsement ."

সুতরাং কোন রেজিস্টার্ড দলিল কে যে পক্ষ জাল মর্মে দাবি করিবে মূলত উহা যে জাল তা প্রমানের দায়িত্ব সে পক্ষের উপরই বর্তায়। বাদীপক্ষ তর্কিত দলিলে দলিল দাতার নাম পরিবিন্দু না হয়ে পরিবন্দু হওয়ায় এবং খতিয়ান নম্বর ভুল হওয়ায় উহা জাল প্রমানের জন্য যথেষ্ট মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু দলিলের গর্ভে নামের ভুল, যেকোন সংখ্যাগত বা করণিক ভুল দলিলটি জাল মর্মে গন্য করার জন্য যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি। পরিবন্দু বড়ুয়া যে প্রকৃত পরিবিন্দু বড়ুয়া নয়, তা প্রমানের জন্য তাহার স্বাক্ষর টি হস্তরেখা বিশারদ দ্বারা পরীক্ষা করানো উছিত ছিল। কিন্তু বাদীপক্ষ এ প্রেক্ষিতে কোন আবেদন করেননি। ইহা ছাড়াও বাদীপক্ষ উক্ত দলিলের লেখক, সাক্ষী ও সনাক্তকারী কাউকেই এ মামলায় পরীক্ষা করেননি। যেহেতু তর্কিত দলিল টি ৩০ বছর সময়কালের একটি পুরনো দলিল এবং সঠিক হেফাজত থেকে তা উপস্থাপিত হয়েছে সেকারনে তা খাঁটি দলিল মর্মে বিবেচনা করার অবকাশ আছে। এ বিষয়ে Additional Deputy Commissioner (Revenue) Vs. Md Reazuddin PK and Others reported in 5 BLC (AD) 76 মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে " Once such a document more than 30 years old is produced from proper custody section 90 of Evidence Act entitles the court to presume that it is a genuine Document. যেহেতু তর্কিত দলিলটি ৩০ বছরের অধিক পুরনো তৎকারনে উহা সহি দলিল মর্মে বিবেচ্য হবে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

দলিলে নামের ভুল বা খতিয়ান নম্বর ভুল হলেও সমগ্র দলিল পাঠান্তে তর্কিত ১২১৪২ নং দাগ ভুমি নিয়ে যে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল তা নিশ্চিত বলা যায়। সার্বিক বিবেচনায় ইহা কোন ভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে, ২৯.১২.১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নং কবলাটি জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত ৬৬৬০ নং কবলাটি বৈধ ও সঠিক দলিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

একটি বিষয় পরিস্কার যে, বাদীগনের পিতা শশধর ধর নালিশী আর এস ১২১৪২ দাগে তাহার খরিদা ৬ শতক ভুমি থেকে ২ শতক ভুমি গত ২৬/১১/৯১ ইং তারিখে বিবাদীদের পিতা ক্ষীরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। একই তারিখের ৬৭৪২ নং কবলা মুলে বাকি ৪ শতক ভুমি স্বপন বড়ুয়া কাছে হস্তান্তর করেন। ৬৭৪২ নং কবলা দলিল কোন পক্ষ থেকে দাখিল করা না হলেও সাক্ষী P.W.1 তাহার জবানবন্দিতে উক্ত হস্তান্তরের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে , বাদীগনের পিতা শশধর বড়ুয়া তার ১৯৭৩ সনের খরিদীয় নালিশী ১২১৪২ দাগের ০৬ শতক ভূমি তাহার জীবদ্দশায় হস্তান্তর করেছেন। প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে নালিশী আর এস ১২১৪২ নং দাগ পরবর্তীতে বি এস ১৬৪৩৯

নং দাগ হয়। বাদীগনের পিতা শশধর নালিশী ১২১৪২ দাগ সহ বেনালিশী দাগে ১৫$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি পরিবিন্দু বড়ুয়া হতে খরিদের দাবি করলেও নালিশী দাগে পরিবিন্দু বড়ুয়ার স্বত্বাধীন কোন ভুমি হস্তান্তর করার মত অবশিষ্ট ছিল না। কারন পরিবিন্দু নিজেই ১৯৭৬ সনে তর্কিত ৬৬৬০ নং কবলামূলে নালিশী দাগের তার অংশীয় ভুমি হস্তান্তরিত করেছেন। নালিশী আর এস ১২১৪২ দাগ তৎসামিল বি এস ১৬৪৩৯ নং দাগ ভুমিতে পরিবিন্দু বড়ুয়ার কোন স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল না বিধায় ১৯৮২ সনের তাহার হস্তান্তর কার্যকর হবার কোন কোন সুযোগ নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে শশধর বড়য়ারও উক্ত দাগে কোন স্বত্ব অর্জিত হয়নি। দখল সমর্থনে দালিলিক প্রমান হিসাবে বাদীগণ তাদের নামে নামজারি খতিয়ান দাখিল করিলেও বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী-ঙ/১ পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীগনের নামীয় উক্ত ৫৮৯২ নং নামজারি খতিয়ানটি বাতিল করা হয়। অপরদিকে দখল সমর্থনে বিবাদীপক্ষের সকল সাক্ষী বলেছেন নালিশী ভুমিতে তারা ভোদখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ দখল সমর্থনে তাদের নামীয় নামজারি খতিয়ান নং ৬১৭৭ (প্রদর্শনী- ঙ), ডি.সি আর (প্রদর্শনী-চ) এবং খাজনার দাখিলা প্রদর্শনী- চ/১ দাখিল করেছেন যা থেকে নালিশী ভুমিতে বিবাদীদের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী দাগ ভুমিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিচার্য বিষয় দুইটি বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

<u>এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না</u>

যেহেতু আরজীর তফসিল বর্ণিত বিরোধিত দলিল জাল ভুয়া ও যোগসাজশী নয় এবং নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব ও দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেহেতু বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার নন মর্মে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ - ৫ নম্বর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় খারিজ করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।